তারিখ ... ২/৫/৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

ইত্তেফাক

020

জাতীয় গ্রন্থ আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে না

॥ নাজমুল হাসান ॥

নগরীর কেন্দ্রস্থলে নিজস্ব ভবনে সুপার মার্কেট খুলিয়া জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আপন প্রতিষ্ঠা পূর্ণাঙ্গ করিলেও প্রকাশনা ও গ্রন্থ আন্দোলনে প্রতিষ্ঠানটি হলভাড়া দেওয়া ছাড়া তেমন কোন অবদান রাখিতে পারিতেছে না। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক বরাদ্দ ৬ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাহিনাতেই ৪ লক্ষ টাকা খরচ হইয়া যায়। বৎসরে যে কোন এক জেলা সদরে গ্রন্থমেলার আয়োজনে ৬০ হইতে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় এবং প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে 'বই' নামক ৩ হাজার কপির একটি মাসিক পত্রিকা মুদ্রণে বাদবাকী অর্থ ব্যয়িত হয়। জানা গিয়াছে, বই পত্রিকার মাত্র ৪ শত কপি বিক্রয় হয়, বাদবাকী ফ্রি।

গ্রন্থ আন্দোলনের প্রশ্নে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারী মহলের অভিযোগ, গ্রন্থ প্রকাশ-প্রচারে সহযোগিতা প্রদান ও পাঠক সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে ব্যর্থ হইয়া গ্রন্থকেন্দ্র এখন এক প্রচারমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এ ব্যাপারে গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ভিন্ন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিরলসভাবেই কাজ করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু কাজের ধরনই এমন যে, একাজ সর্বাংশে দৃশ্যমান নহে। উদাহরণস্বরূপ তিনি কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থাকে বই পড়ার অনুকূলে বিজ্ঞাপন প্রচারে উদ্বুদ্ধ করার কথা উল্লেখ করেন। পরিচালক জানান, গ্রন্থ সপ্তাহ পালনের জন্য তাঁহারা যে সার্কুলার প্রচার করেন, উহার আহ্বানে সাড়া দিয়া এখানে-সেখানে ছোট-খাটো স্বতঃস্ফূর্ত বই মেলা বসিয়া যায়। কিন্তু অপরাপর মহলের বক্তব্য ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রটির পক্ষে

(৮ম পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় গ্রন্থ আন্দোলন

(১ম পৃঃ পর)

২২ বৎসর পরে এ ধরনের মামুলি কর্মে সন্তুষ্ট থাকা সমীচীন নয়।

'বই' নামের যে মাসিক পত্রিকাটি প্রতিমাসে ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া গ্রন্থ কেন্দ্র প্রকাশ করে, পাঠকদের নিকট উহার তেমন চাহিদা নাই। প্রতিমাসে এই পত্রিকার ৩ হাজার কপি ছাপা হয়। যাহারা বিনামূল্যে এই পত্রিকাটি হাতে পান তাহাদের অভিযোগ, পত্রিকাটি এতই মামুলী যে হাতে তোলারও উপযুক্ত নয়। নূতন প্রকাশিত বইয়ের খবর এই পত্রিকায় এত সাধারণভাবে সন্নিবেশিত হয় যে উহাও কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের মতে, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র দেশের সকল স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করিলে গ্রন্থ প্রকাশ ও পাঠক সৃষ্টির কর্মটি সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে পালিত হইতে পারিত। কারণ গ্রন্থাগার থাকিলেই বই বিক্রয় হইবে। পাঠকের নিকট গ্রন্থ সহজলভ্য হইবে।

উল্লেখ্য, প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রকে বাংলা একডেমীর সহিত একীভূত করার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিল। পরে বিভিন্ন মহলের পরামর্শে সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়।